চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের ৪৭ নেতা-কর্মী কারাগারে

চুয়াডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় বিএনপি-জামায়াতের ৪৭ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। হাইকোর্ট থেকে নেওয়া আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নিম্ন আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়া হায়দার তা নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এসময় ৩ নেতা-কর্মীর জামিন দেন তিনি।

এদিকে, একে একে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিলে হাজিরা দিতে আসা প্রায় ৫৩ জন নেতা-কর্মী আদালত থেকে পালিয়ে যান।

বিএনপি দলীয় আইনজীবী অ্যাড. শাহাজাহান মুকুল জানান, নাশকতা মামলায় হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আগামী রোববার (৩১ মার্চ) আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার ১০৭ জন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতে হাজির হয়ে পুনরায় জামিন আবেদন করেন। এদের মধ্যে ৩ জনকে জামিন ও ৪৭ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়া হায়দার। এসময় আদালত থেকে ৫৩ জন নেতা-কর্মী হাজিরা না দিয়ে চলে যান। তিনি বলেন, তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার বিচার বিভাগ, পুলিশ-প্রশাসনসহ সবকিছু হাতের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। মানুষের বিচার বিভাগের প্রতি যে আস্থা ছিল, সেটিও হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের নেতা- কর্মী প্রকৃত ন্যায়বিচার পাননি। আদালত ফরমায়েশিভাবে নেতা- কর্মীদের কারাগারে পাঠিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের ৩ নেতা গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় নাশকতার মামলায় বিএনপি-জামায়াতের ৩ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তারা হলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ বিশ্বাস (৬০), পাঁচকমলাপুর গ্রামের বাসিন্দা ও জামায়াত নেতা আসাদুল হক (৬৫), কৃষ্নপুর গ্রামের বাসিন্দা জামায়াত নেতা আবু সাঈদ (৩৮)।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মারজাহান আল মোনায়েম জানান, গত ২৯ শে অক্টোবর ভোরে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের আল-আমিন সোসাইটি ক্যাডেট মাদ্রাসা এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা হয়েছিল। ওই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে হারুনুর রশিদ বিশ্বাস, আসাদুল হক, আবু সাঈদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ মেলে। ফলে পুলিশের একটি টিম তাদের নিজ নিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

চুয়াডাঙ্গাসহ ৪ উপজেলায় বিএনপি-জামায়াতের ৩৮ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়েতের ৩৮ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২৮ অক্টোবর শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোরে জেলার বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায় নাশকতা পরিকল্পনাকারী ও নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে নয়জন, আলমডাঙ্গায় বারো জন, দর্শনায় পাঁচজন ও দামুড়হুদা মডেল থানায় তিনজন ও জীবননগর থানায় পুলিশের অভিযানে নয়জন বিএনপি ও জামায়াত ইসলামীর নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন (৫০), আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াত ইসলামীর কর্মী তোফাজ্জল হক (৫৮), একই উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুন (৩৩), চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম ঠান্ডু (৫০), হারদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার (৫৫), খাসকররা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্বাস আলী (৩৫),২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলাম (৪৫), ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফারুক আহমেদ (৫৫), ৪ নং ওয়ার্ডের জামায়াতের সেক্রেটারি হারুন অর রশিদ (৪০),আইলহাস ইউপি, ৯ ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম (৫০), কালিদাসপুর ইউনিয়নের জামায়াতের আমির রবজেল আলী (৬০) ও সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক (৫০)।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতাররা হলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা যুবদল ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহবুব (৩৫), চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম(৩৬), সদর থানা ছাত্রদল যুগ্ন আহবায়ক বিল্লাল হোসেন (৩৮), কুতুবপুর ইউপি ৮ নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারি(বিএনপি) হাবিল উদ্দিন (৪২), কুতুবপুর ইউপি ৬ নং ওয়ার্ডের দপ্তর সম্পাদক (বিএনপি) ডালিম হোসেন (৪৩), বিএনপি সমর্থক ইমদাদুল হক মজনু(৪৪) আকাশ(৩২) সোহেল(৪২) জামাত ইসলাম সমর্থক রাজন উদ্দিন(৩৫)।
দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন দামুড়হুদার সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন ও জামায়াত কর্মী রফিকুল ইসলাম।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতাররা হলেন, মদনা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল চঞ্চল (৫১), নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ফরজ আলী (৪৮) ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলী (৩৫), দর্শনা পৌর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক মন্টু মন্ডল (৪৫) ও দর্শনা সরকারি কলেজ শাখা

ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্বাস আলী (২২)। এসময় তাদের নিকট থেকে সাতটি বোমা সদৃশ বস্তু, নয়টি বাঁশের লাঠি ও চারটি লোহার রড উদ্ধার করে পুলিশ।

জীবননগর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন জীবননগর পৌর কৃষক দলের সভাপতি ইউনুচ আলী (৫৫), জেলা বিএনপির সদস্য আবুল হোসেন (৫৮), পৌর বিএপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাজাহান আলী (৩৬), বিএনপি কর্মী সূজা উদ্দিন (৪৯), হাবিবার রহমান (৪৫), আমজাদ হোসেন (৫৮), আমিনুল ইসলাম (২৬), মিলন (৪৩), শাহিন উদ্দিন (৩৬) ও ইসরাফিল হোসেনকে (২৫) গ্রেফতার করেন। এসম তাদের কাছে থাকা ৪ টি অবিস্ফোরিত ককটেল সাদৃশ্য বস্তু এবং বিস্ফোরিত ককটেলের জোয়ার্দ্দার কৌটার অংশ বিশেষ ২ টি টুকরা উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলায় আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী, নাশকতা পরিকল্পনাকারী, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষের জান-মালের ক্ষতি সাধনকারী হিসেবে চিহ্নিত ৩৮ জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদেরকে আজ দুপুরের পর বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের ২৬ নেতাকর্মী আটক

ঝিনাইদহে নাশকতা প্রতিরোধে পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীসহ ২৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। রবিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, জেলার ৬টি উপজেলায় নাশকতাবিরোধী বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে। এরই অংশ হিসাবে সদর ৭, হরিণাকুণ্ডু ৩, কালীগঞ্জ ৫, কোটচাঁদপুর ২ ও মহেশপুর উপজেলা থেকে ৯ জন বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ সদস্যরা।

এর মধ্যে সদরে ১ জন ও মহেশপুরে ২ জন জামায়াত কর্মী রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ নিশ্চিত করেন।

[redacted]

[redacted]